গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০২২.১০.৩৫.০৩৫.২০১৬-৮৬

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪২৭ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৮৪, তারিখ: ২৪/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ১০ (দশ) পৃষ্ঠা।

03/02/2021

(মোহাম্মদ সামছুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
-------------------------------------।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ---------------------।
২। জেলা প্রশাসক (সকল),--------------------------।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপসচিব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), --------------------।
৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

প্রশাসন-১ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিষয়ঃ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সূত্রঃ সংস্কৃতি বিষয় মন্ত্রণালয়ের ২৪/০১/২০২১ তারিখের ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৬০.২০.৮৪ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৮/০১/২০২১ তারিখে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী এসাথে প্রেরণ করা হল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৫(পাঁচ) পাতা।

M Rahman
০১/০২/২০২১

এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণঃ
১। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/উপজেলা-২/পাস-১/পাস-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব (ইউনিয়ন পরিষদ-১/উপজেলা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপিঃ
১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থনীয় সরকার বিভাগ।

নং- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০০৫. ২০১৮- ১৪৬

তারিখঃ ১৮ মাঘ ১৪২৭
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব কে এম খালিদ, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮ জানুয়ারি ২০২১, দুপুর ২.০০টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' এবং অনলাইনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন প্রতিবছর অত্যন্ত সফলতার সাথে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অবদানের বিষয়টি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থাপন করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব অসীম কুমার দে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ এর কর্মসূচিসমূহ উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামাতে হবে। পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম (বাংলাদেশ ফ্লাগ রুলস অনুযায়ী) অনুসরণ করতে হবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাসস, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে।
২.	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার/কর্মচারি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করতে হবে। বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ০৫ জন প্রতিনিধি হিসেবে ও ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন। শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।শহিদ মিনারের সকল প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন ও লিকুইড সাবান রাখতে হবে। মাস্ক পড়া ব্যতিরকে কাউকে শহীদ মিনার চত্বরে প্রবেশ করবে না। শহিদ মিনার চত্বরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কাউট/গার্লস গাইড/স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবে। তাদের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক সরবরাহ করতে হবে; যাতে শহিদ মিনারে আগত জনসাধারণ হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে শহিদ মিনারে প্রবেশ করতে পারেন। কেউ মাস্ক নিয়ে না আসলে তাদেরকে মাস্ক সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এস.এস.এফ, র‍্যাব, গণপূর্ত আরবরি কালচার বিভাগ তথ্য মন্ত্রণালয়
	(ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে শহিদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কখন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এস.এস.এফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **(খ)** মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন VIP ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ করে এবং মিশন প্রধানগণের তালিকা প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করতে হবে। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এস.এস.এফ, র‍্যাব, গণপূর্ত আরবরি কালচার বিভাগ তথ্য মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন VVIP, VIP ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও ত্রিশ মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে।	
	ঘ) শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং এ মন্ত্রণালয় আওতাধীন ঢাকাস্থ ১০টি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুকূলে নিরাপত্তা পাশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত তালিকা প্রেরণ করা হবে।	
	(ঙ) ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে। (চ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ যাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ০৫ জন প্রতিনিধি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জনের বেশি যেন শহিদ মিনারে গমণ না করেন সে বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। (ছ) শহিদ মিনারে অর্পিত ফুলগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৫.	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। যে কোন ধরণের নাশকতা এড়াতে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/ র‍্যাব/এনএসআই/ডিজিএফআই/ স্পেশাল ব্রাঞ্চ/ডিবি
৭.	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহ একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের ভুল নাম উচ্চারণ করা হয়। ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/তথ্য অধিদপ্তর/ বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার/ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল / বেতার/কমিউনিটি রেডিও

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় ও বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট। (ঘ) হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ। (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (চ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল। (ছ) শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর কবর স্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (জ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ । (ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ । (ঞ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ। (ট) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
৯.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিডিবি, ডিপিডিসি ও গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেনারেটর প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত অধিদপ্তর,
১০.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১১.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে শহিদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগকে এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
১২.	একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত ১০টি স্থানে ঢাকা ওয়াসা বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পানি সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৩.	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। অনুষ্ঠানস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক এ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি,

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৪.	শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলাবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শাহবাগ হতে টিএসসি, পলাশী হতে আজিমপুর চৌরাস্তা হয়ে আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা জরুরিভিত্তিতে মেরামত/ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল প্রকল্প)
১৫.	আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজন এবং ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহিদদের সঠিক নাম ব্যবহার করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১৬.	শহিদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ২০টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্ত মঞ্চে যে সকল টয়লেট রয়েছে তা গণপূর্ত অধিদপ্তর মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করবে। প্রয়োজনে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মানসম্পন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। টয়লেটসমূহ সার্বক্ষনিক পরিস্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মী রাখতে হবে। টয়লেটসমূহে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ঢাকাসহ সারাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে কোভিড-19 মোকাবেলায় Disinfection কার্যক্রম এবং First Aid Booth স্থাপন করবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
১৭.	**বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদ পত্রে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করণ:** (ক) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি ক্রোড়পত্রে উপস্থাপন করতে হবে। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি সংবাদ, আলোক চিত্র/ভিডিও চিত্র সম্প্রচার করবে। বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি বিভিন্ন বেতার এবং টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণকে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এ সকল সংবাদ এর সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বেসরকারি বেতার ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল অনুষ্ঠান শহিদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তিন ধরণের পোস্টার মুদ্রণ করবে। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোষ্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "একুশে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এসকল পোস্টার সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একুশে ফেব্রুয়ারির অন্তত: ২০ দিন পূর্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পোস্টার পৌছাতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পোস্টার প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জেলা প্রশাসক (সকল)
	(গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য সিকিউরিটি পাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৮.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা; পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিবিধ আয়োজন থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও বাঙালী অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৯.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২০.	শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২১.	**শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি :**	
	(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	(খ) গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন: বাংলা একাডেমিতে বইমেলার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা একুশের বইমেলার মাস বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে করতে পারে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
	(গ) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩.০০টায় শহিদ মিনারের বেদিতে দেশ-বিদেশের শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থল ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও Autistic Children-দের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামান্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন, বইমেলা এবং সেমিনার আয়োজন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাংগামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি) নেত্রকোনা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২২.	জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি : সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সে সকল উপজেলার প্রশাসন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল জেলা), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৩.	স্বাস্থ্যবিধি মেনে শহিদ মিনারে আসার এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ০৫ জন প্রতিনিধি হিসেবে ও ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মাস্ক পরিধান, হাত ধোয়া, জীবাণুনাশক স্প্রে বা লিকুইড ব্যবহারের বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/তথ্য অধিদপ্তর/ বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার/ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল / বেতার/কমিউনিটি রেডিও/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
২৪.	শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদনের সুবিধার্থে সাব-কমিটি গঠন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০২। সভাপতি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

০৩। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০১/২০২১
কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৬০.২০.৮৪ | ১০ মাঘ ১৪২৭
২৪ জানুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৭। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৮। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৯। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১০। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১২। সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৪। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৫। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৬। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৯। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২১। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ।
২৩। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, ৩২ ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২৪। মহাপরিচালক, এন.এস.আই, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৫। বিভাগীয় কমিশনার, (সকল), ... ।
২৬। অতিরিক্ত আই.জি.পি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, রাজারবাগ, ঢাকা।
২৭। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
২৮। চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা।
৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা।
৩১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা।
৩৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৩৫। মহাপরিচালক, এস.এস.এফ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
৩৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।
৩৮। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
৩৯। মহাপরিচালক, র‌্যাব সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা।
৪০। মহাপরিচালক, আরকাইভস ওঁ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা
৪১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।
৪২। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডায়েরি নং........
তারিখ........
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১)
উপসচিব (প্রশাসন-১)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নম্বরঃ
তারিখঃ
স্বাক্ষর

প্রশাসন-১/২/জেপ/স ও কা
নম্বর........তারিখ........
যুগ্মসচিব (প্রঃ)

অতি:/যুগ্ম সচিব-প্রশাসন/উপজেলা/অডিট
নম্বর........তারিখ........
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ........
নম্বর........

পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলামান

৪৩। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪৪। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৪৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
৪৬। নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪৭। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৮। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়িয়া, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
৪৯। মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
৫০। মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫২। জেলা প্রশাসক (সকল)/..।
৫৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, ঢাকা।
৫৪। কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৫৫। রেজিস্ট্রার, কপিরাইট অফিস ঢাকা।
৫৬। সিভিল সার্জন, ঢাকা, আজিমপুর, ঢাকা।
৫৭। পরিচালক, শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৫৮। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা।
৫৯। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
৬০। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা।
৬১। উপপরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।
৬২। উপপরিচালক (চ:দা), রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী।
৬৩। উপপরিচালক, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার
৬৪। পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতি কেন্দ্র, কক্সবাজার।
৬৫। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটি।
৬৬। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।
৬৭। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয় একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/অতিরিক্ত সচিব(সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭। অফিস কপি।

২৪/০১/২০২২

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০২৯০

meeting-1053